গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৪ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

"বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি'র (পিএসসি) ২৪তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	নাসিমুল গনি সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১/১/২০২৬ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ২:৩০ ঘটিকা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষ (কক্ষ নং-২০৮, ভবন-০৮,৩য় তলা)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

২.০। উপস্থাপনা:

২.১। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৯০৩৮.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫৩৩৬.২৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.০৪%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৯৩৬.২৪ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪৬৮.১২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০%। নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯.৩৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১%। অতঃপর তিনি প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যাদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

৩.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
প্রকল্প পরিচালক বিগত পিএসসি সভার অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, নাগরিক সেবা কার্যক্রমের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরুর জন্য নাগরিক সেবা কর্তৃপক্ষকে অস্থায়ীভিত্তিতে ধার হিসেবে কর্জে ০৩ (তিন) টি MEK (Mobile Enrollment Kit) প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়টি পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনীতে সংযুক্ত করা হবে। ই-পাসপোর্ট প্রকল্পে ব্যবহৃত ৫৬৭৩৪ হার্ডওয়্যার সরঞ্জামাদি হতে সর্বমোট ৪৪০৪ সরঞ্জামাদি বর্তমানে অচল অবস্থায় রয়েছে মেরামতের অযোগ্য এ সকল যন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রির বিষয়ে ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ই-পাসপোর্ট প্রকল্প হতে পর্ষদ গঠনের প্রস্তাবনা ডিআইপিতে প্রেরণ করা হয় এবং ডিআইপি কর্তৃক ০১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পর্ষদ গঠন করা হয়। বর্তমানে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের ই-পাসপোর্ট সেবা ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল প্রদানের নিমিত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; (খ) Veridos GmbH, Germany এর কাছ থেকে চুক্তি অনুযায়ী সকল Asset Handover করতে হবে। Asset Handover এর সময় সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির Lifespan এবং এর	প্রকল্প পরিচালক/ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ গণপূর্ত অধিদপ্তর/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
তিনি প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, ইতোমধ্যে ১ম থেকে ৬ষ্ঠ এলসি'র মাধ্যমে সর্বমোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল আমদানি সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৭০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট কাঁচামালের মধ্যে এলসি ৭ (৩৫ লক্ষ ই- পাসপোর্ট কাচাঁমাল) এর মাধ্যমে ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল আমদানি করা সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল জাহাজীকরণ করা হয়েছে। এলসি ৮ (৩৫ লক্ষ ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল) এর মাধ্যমে আমদানির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৭২টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত ৮০টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ইতোমধ্যে ৭০টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১৫৮টি দেশের প্রবাসীরা ই-পাসপোর্ট সেবা ভোগ করছেন এবং অবশিষ্ট ১০টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকায় (আগারগাঁও) ১টি ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট উইং স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকায় ১টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মার্চ ২০২১ এ যশোরে ১টি ডিজাস্টার রিকোভারি সেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ২৫ মে ২০২১ তারিখে পাসপোর্ট এসেম্বলি লাইন চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক Veridos GmbH, Germany হতে Asset Handover সম্পন্ন প্রসঙ্গে সভাকে জানান, ই-পাসপোর্ট প্রকল্প প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি Revised Bill of Material (BOM) এর মাধ্যমে সর্বমোট ৫৫,৯৬৮ টি আইটেম, যার মধ্যে ৩৭,৩২৩ টি হার্ডওয়্যার ও ১৮,৬৪৫ টি সফটওয়্যার Veridos এর নিকট হতে ক্রয় করা হয়। গত ২৪ জুন ২০২৫ তারিখ Veridos নিকট হতে সরঞ্জামাদিসমূহ ই-পাসপোর্ট প্রকল্পকে হস্তান্তরের নিমিত্তে একটি পর্ষদ গঠিত হয়। পর্ষদ ইতিমধ্যে ৩৭,২৪৩ টি হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম যেগুলোর SAT/Delivery Note রয়েছে, সেগুলো ভেরিডোসের নিকট হতে অত্র প্রকল্প কর্তৃক বুঝে নেয়া যেতে পারে বলে সুপারিশ করে। এছাড়াও পর্ষদ কর্তৃক উল্লেখিত ১৮,৬৪৫ টি সফটওয়্যার আইটেমের মজুদ গণনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Service & Maintenance এর আওতায় ৭২টি SB/DSB তে স্থাপনকৃত IT সরঞ্জামাদি ফেরত নিয়ে আসার প্রেক্ষিতে Service এ বরাদ্দকৃত অর্থ Spare Parts এর সাথে সমন্বয় প্রসঙ্গে বলেন, গত ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৩তম PSC সভায় আলোচিত হয় যে, ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের আওতাধীন ৭২ টি SB/DSB অফিসে অবস্থিত হার্ডওয়্যারসমূহ ফেরত এনে ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের 'সার্ভিস এন্ড মেইনটেন্যান্স' এর আওতায় ব্যবহার করা যেতে পারে। SB/DSB এর যন্ত্রপাতিসমূহের মেইনটেন্যান্স বাবদ অর্থ ডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে। ফলে SB/DSB হতে IT সরঞ্জামাদির মেইনটেন্যান্স বাবদ প্রায় ২,৫০,০০০ ইউরো উদ্বৃত্ত হবে, যা পরবর্তী প্রয়োজনীয় Spares ক্রয়ের জন্য সমন্বয় করা যেতে পারে। বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশন সমূহে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ৮০ (আশি) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ইতোমধ্যে ৭০ (সত্তর) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১০ (দশ) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের আপডেট হচ্ছে, ০৪ (চার) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ইতিমধ্যে ০৩ (তিন) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের সরকারি আদেশ জারিকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০১ (এক) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের সরকারি আদেশ জারিকরন প্রক্রিয়াধীন, নয়াদিল্লি (ভারত) ও কলকাতা (ভারত) সরকারি আদেশ জারি করা হলেও মিশনসমূহের অপারগতার	প্রয়োজনীয় Maintenance তালিকা গ্রহণ করতে হবে। (গ) SB/DSB এর IT সরঞ্জামাদি ফেরৎ আনার প্রেক্ষিতে মেইনটেন্যান্সের জন্য উদ্বৃত্ত অর্থ প্রয়োজনীয় Spares ক্রয়ের জন্য সমন্বয় করতে হবে। ভবিষ্যতে অনুরুপভাবে সার্ভিস ও মেইনটেন্যান্স খাতে কোন উদ্বৃত্ত হলে তা Spares ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে। (ঘ) যে সকল বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনসমূহে বিভিন্ন কারনে সরঞ্জামাদি প্রেরণ/পাসপোর্ট সেবা প্রনয়ন করা সম্ভব হবে না তার সরঞ্জামাদি প্রকল্পে মজুদ রাখা যেতে পারে। ভবিষ্যতে কোন নতুন বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশন চালু হলে সেখানে নিয়ম মাফিক ব্যবহার করা যেতে পারে। (ঙ) আসন্ন হজ্জের পূর্বেই এ সমস্যা সমাধানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। (চ) পরবর্তী পিএসসি (PSC) সভায় কাজের কর্মপরিকল্পনা Microsoft project এর মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে।	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
কারনে কম্পিউটার সরঞ্জামাদির চালানসমূহ মিশনে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়নি এবং বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে। ত্রিপোলী (লিবিয়া) সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং কম্পিউটার সরঞ্জামাদির চালানসমূহ মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। মস্কো (রাশিয়া) সরকারি আদেশ জারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং কম্পিউটার সরঞ্জামাদির চালানসমূহ মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে আরো বলেন, ৮০ (আশি) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ইতোমধ্যে ৭০ (সত্তর) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১০ (দশ) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ৩ (তিন) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের সরকারি আদেশ জারিকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০১ (এক) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের সরকারি আদেশ জারিকরন প্রক্রিয়াধীন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ১। নয়াদিল্লি (ভারত) ও কলকাতা (ভারত) সরকারি আদেশ জারি করা হলেও মিশনসমূহের অপারগতার কারনে কম্পিউটার সরঞ্জামাদির চালানসমূহ মিশনে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়নি এবং বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে। ২। ত্রিপোলী (লিবিয়া) সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং কম্পিউটার সরঞ্জামাদির চালানসমূহ মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। মস্কো (রাশিয়া) সরকারি আদেশ জারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং কম্পিউটার সরঞ্জামাদির চালানসমূহ মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৬ (ছয়) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ : ১। ০৩ (তিন) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশন যথাক্রমে আগরতলা (ভারত), গৌহাটি (ভারত) ও মুম্বাই (ভারত) এর আপাতত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিদা না থাকায় বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে। ২। ০৩ (তিন) টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশন যথাক্রমে কাবুল (আফগানিস্থান), খার্তুম (সুদান) ও ফ্রিটাউন (সিয়েরা লিয়ন) বর্তমানে চালু না থাকায় এগুলো আপাতত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MOFA) কর্তৃক সে সকল স্থানে নতুন বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশন চালু করা সাপেক্ষে, মিশনসমূহের জন্য ক্রয় বা বরাদ্দকৃত কম্পিউটার সরঞ্জামাদি দ্বারা ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপস এ ই-পাসপোর্ট চীপ থেকে তথ্য পড়তে না পারা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ই-পাসপোর্ট প্রকল্প এবং সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপসের সাথে সংশ্লিষ্ট টীমের মধ্যে আয়োজনের নিমিত্ত ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি চলমান রয়েছে।		

৪। সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(স্বাক্ষরিত) ৭/১২/২৫

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব

২৬ পৌষ ১৪৩২
তারিখ:-------------------
০৭ জানুয়ারি ২০২৬

স্মারক নং: ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৬৫.০৬.০০০২.০২৪- ৯৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২) সচিব, অর্থ বিভাগ
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৬) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯) প্রকল্প পরিচালক, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্প,
১০) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

০৭/০১/২০২৬
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহকারী সচিব